@@@ 'গোত্রান্তর' নাটকের নামকরণের সার্থকতা আলোচনা করো।

"What is in a name" - অর্থাৎ নামে কি আসে যায় - শেক্সপিয়ারের এই উক্তি মানব জীবনের ক্ষেত্রে সত্য হলেও সাহিত্যের ক্ষেত্রে নয়। বাস্তব সংসারে কানা ছেলের নাম 'পদ্মলোচন' হলেও কিছু আসে যায় না, কিন্তু সাহিত্যের ক্ষেত্রে নামকরণ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সৃষ্টির প্রথম আনন্দটুকু কবি-সাহিত্যিকেরা তার পাঠকের কাছে পৌঁছে দেন নামকরণের মধ্য দিয়ে। সাহিত্যে নামকরণ সাধারণত করা হয় বিষয়, চরিত্র কিংবা ব্যঞ্জনা অনুযায়ী। এখন আমরা আলোচনা করে দেখব নাট্যকার বিজন ভট্টাচার্যের লেখা 'গোত্রান্তর' নাটকের নামকরণ কতখানি সার্থক হয়েছে।

'গোত্রান্তর'- শব্দটিকে যদি আমরা বিশ্লেষণ করি তাহলে দেখতে পাব এর অর্থ দাঁড়ায় অন্য কুল বা অন্য বংশ। অর্থাৎ এক বংশ বা জাতি থেকে অন্য জাতিতে পরিনত হওয়া। 'গোত্রান্তর' - নাটকে দুটি মানুষের জীবনে 'গোত্রান্তর' ঘটে যায়, প্রথমত হরেন্দ্র ও তাঁর মেয়ে গৌরী। নাটকের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত হরেন্দ্র মাস্টারের জীবনে দারিদ্রতা পিছন ছাড়েনি। এই দারিদ্রতার কারণে তিনি যাযাবরের মতো এক স্থান থেকে অন্য স্থানে বারবার ঘুরে বেড়িয়েছেন, ফলে একজন স্কুল মাস্টারের জীবনে ঘটে গেছে রুচিবোধ,মূল্যবোধের গোত্রান্তর।

নাটকের শুরুতে আমরা দেখতে পাই অভাবের তাড়নায় একজন প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষক হরেন্দ্র বা হরেন বাবু তার ভাই কেশবের সাথে রওনা হয় কলকাতায়। নিজের ভিটেমাটি, দীর্ঘদিনের শিক্ষকতা জীবন, গ্রামের প্রতিবেশী সমস্ত কিছু জলাঞ্জলি দিয়ে বেরিয়ে পড়েন এক অজানা জীবনের উদ্দেশ্যে। অর্থাৎ এখানে আমরা দেখতে পাই হরেন্দ্র মাস্টারের দীর্ঘদিনের পেশা, গতানুগতিক জীবনের গোত্রান্তর ঘটে যায়।

কলকাতায় ভাইয়ের কাছেও কিন্তু হরেন্দ্র জীবন স্হায়ী হয়নি। ভাই কেশব চাকরি হারিয়ে বাড়ি ভাড়া দিতে না পারায় তাকে পুলিশে ধরে নিয়ে যায়। জনারণ্য কলকাতার বুকে পরিবারকে নিয়ে একা হয়ে পড়েন হরেন্দ্র। তাকে সাহায্যের জন্য হাত বাড়িয়ে দেয় যুবক কানাই। হরেন্দ্রকে নিয়ে যায় তাদের পেয়ারাবাগান বস্তিতে। অর্থাৎ হরেন্দ্র মাস্টারের জীবনে ঘটে যায় আরও একবার গোত্রান্তর।

এই বস্তিতেও কিন্তু হরেন্দ্র জীবন দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। গৌরী এবং শঙ্করীর আচরণে বস্তির মানুষ তাদেরকে বস্তি ছেড়ে চলে যেতে বলে। যদিও কানাইয়ের ভালোবাসায় শেষ পর্যন্ত তা বাস্তবায়িত হয় না। তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি নাটকের মধ্যে একজন শিক্ষকের জীবনে প্রতিনিয়ত ঘটে গিয়েছে গোত্রান্তর।

এই নাটকের সবচেয়ে বড় গোত্রান্তর ঘটেছে গৌরীর জীবনে। নাট্যকার নিজেই জানিয়েছেন - "নীতিবাদের এর প্রশ্ন নয় - জীবনের ক্ষেত্রেই 'গোত্রান্তর' আজ যুগ সত্য।" তাই একজন স্কুলশিক্ষকের

মেয়ে গৌরী ভালবেসেছে বস্তির যুবক কানাইকে। পিতা হরেন্দ্র মাস্টার তাদের ভালোবাসাকে স্বীকৃতি দিয়ে বিবাহ দেন। অর্থাৎ নামগোত্র জলাঞ্জলি দিয়ে গৌরীর বিয়ে হয়েছে গোত্রান্তরে। সামাজিক জীবনের নীতিবাদকে অতিক্রম করে জীবনধর্মই নাটকে বড় হয়ে উঠেছে। মধ্যবিত্ত মানসিকতার দীর্ঘদিনের সংস্কারকে নাট্যকার বিজন ভট্টাচার্য চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিয়েছেন। একজন আত্মপ্রত্যয়ী শ্রমিক যুবক হয়ে উঠেছে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনের রাঙ্গা টুকটুকে বর। পূর্ণতা পেয়েছে তার জীবনের ভালোবাসা।

সমগ্র নাটকটি আলোচনা করে আমরা দেখতে পেলাম হরেন্দ্র ও গৌরীর জীবনে ঘটে গিয়েছে গোত্রান্তর। আর এই দুটি চরিত্রকে কেন্দ্র করেই সমগ্র নাটকটি আবর্তিত হয়েছে। তাই নিঃসন্দেহে বলা যায় বিজন ভট্টাচার্যের 'গোত্রান্তর' নাটকটির নামকরণ বিষয়ভিত্তিক এবং তা যথাযথভাবেই সার্থক হয়েছে।

PREPARED BY BIBEK MAJI (RANIGANJ GIRLS' COLLEGE)